১৭৬১৭

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ নং অরফ্যানেজ রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

বামাশিবো/প্রশা/বরগুনা-৩০/ ২৪৭৭ তারিখঃ ১৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ কারণ দর্শানোসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থগ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বামাশিবো/প্রশা/বরগুনা-৩০/২৩২৫, তারিখ: ২৯/০১/২০১৭খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের আলোকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বরগুনা জেলার সদর উপজেলাধীন ক্রোক কেরামাতিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার জুনিয়র শিক্ষক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে বিগত ০৭/১২/২০১৬খ্রিঃ তারিখে মাদরাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এর ধারা-২৯ লঙ্ঘন করে পৌর কমিশনার পদে নিয়োজিত থাকা, মাদারাসয় নিয়মিত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক কোন ব্যবস্থা না নেওয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে জৈনক ছাত্র অভিভাবক জনাব এবরাহিম একখানা অভিযোগপত্র অত্র বোর্ডে দাখিল করেন। তারই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের স্মারক নং-বামাশিবো/প্রশা/বরগুনা-৩০/২৩২৫, তারিখ: ২৯/০১/২০১৭খ্রিঃ তারিখে জুনিয়র শিক্ষক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ সমর্থনীয় কাগজপত্র দাখিল করার জন্য পত্র দেয়া হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম ০৮/০২/২০১৭খ্রিঃ তারিখে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ সমর্থনীয় কাগজপত্র অত্র বোর্ডে দাখিল করেন (কপি সংযুক্ত) যা অত্র বোর্ডের বিজ্ঞ আইন উপদেস্টার মতামত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

এমতাবস্থায় মাদরাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এর ধারা-২৯ লঙ্ঘন করায় ক্রোক কেরামাতিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার জুনিয়র শিক্ষক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলামকে কারণ দর্শানোসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থগ্রহণ করে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবগত করার জন্য মাদরাসার সুপার ও সভাপতিকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক --২-- (-দুই-) পাতা।

13/4/17
প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিষ্টার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ
সভাপতি/সুপার
ক্রোক কেরামাতিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, পোঃ+ উপজেলা+ জেলা: বরগুনা।

বামাশিবো/প্রশা/বরগুনা-৩০/ তারিখঃ /০৪/২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য
১। জেলা প্রশাসক, বরগুনা।।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, বরগুনা।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বরগুনা সদর, বরগুনা।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বরগুনা সদর, বরগুনা।
৪। পি এ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিষ্টার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

E:\Md.Mamun-Ar-Rashid\Committee\2017\Barguna\Barguna-30.Doc

বরাবর,

রেজিষ্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১।

বিষয়ঃ নং-বামাশিবো/প্রশা/বরগুনা-৩০/-২৩২৫, তারিখঃ ২৯-০১-২০১৭ খ্রিঃ এর আলোকে জবাব ও সমর্থনীয় কাগজপত্র দাখিল প্রসঙ্গে আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ শহিদুল ইসলাম, জুনিয়ার শিক্ষক, ক্রোক কেরামাতিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, পোঃ বরগুনা, উপজেলাঃ বরগুনা সদর, জেলাঃ বরগুনা। মাদ্রাসা কোড-১৭৩১৭। ছাত্র অভিভাবক ইব্রাহীমের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার প্রেরিত ২৯-০১-২০১৭খ্রিঃ নং বামাশিবো/প্রশা/বরগুনা-৩০/২৩২৫ এ উল্লেখ আছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮ এর ধারা ২৯ লঙ্ঘন করে পৌর কমিশনার পদে নিয়োজিত থাকা এবং মাদ্রাসায় উপস্থিতির বিষয়ে জবাব ও জবাবের সাথে সমর্থনীয় কাগজপত্র নিম্নে পেশ করা হলো।

বাংলাদেশ বে-সরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রদেয় জাতীয় বেতন স্কেলের সমকোডের বেতনভাতা পান। স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা ও শিক্ষককে সমমান দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচনা কমিশন সচিবালয়, ঢাকা, www.ec.org.bd, তারিখঃ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫খ্রিঃ নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০৩২.১৫-৬২২ পরিপত্র ৬ এর ৭ এ উল্লেখ আছে এমপিও ভুক্ত স্কুল কলেজের শিক্ষকগণের চাকুরী বহাল রেখে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাঃ- এমপিও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ স্বীয় পদে থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগ (শাখা -৭) এর স্মারক নং শা-৭/ইউপি-৬/৮৭/১২৫, তারিখঃ ১৪-১১-১৩১৪ বাংলা, ২৭-০২-১৯৮৮ইং পত্রে সারা দেশের জেলা প্রশাসক মহোদয়কে জানানো হয়েছে যে, বেসরকারি স্কুলে/মাদ্রাসায় শিক্ষকতা থাকিয়া তজ্জন্য বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান/ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারি দেয় অংশ ও ইউনিয়ন পরিষদের অংশ বাবদ সম্মানি ভাতা পাইতে আইনগত কোন বাধা নেই।

ইব্রাহীম ছাত্র অভিভাবক অভিযোগে উল্লেখ করিয়াছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮ এর ধারা ২৯ লঙ্ঘন এ বিষয় আমার ব্যক্তিগত কোন ধারনা নেই। ছাত্র অভিভাবক ইব্রাহীম মাদ্রাসায় উপস্থিতির বিষয় অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়রানি মুলক। কারন অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের প্রতিবেদনে উপস্থিতির প্রমান রহিয়াছে। কাজেই আমাকে অহেতুক মানসম্মন খুন্ন করার জন্য আমার মানুষিক অস্থিরতার জন্য আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ কারীর নাম ইব্রাহীম কোন ছাত্রের অভিভাবক তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। ইব্রাহীম নামে ২০১৬ইং সালে ও ২০১৭ইং সালের শিক্ষাবর্ষে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রেকর্ডপত্রে ইব্রাহীম নামে কোন ছাত্র বা ছাত্রী অভিভাবক নেই। বরগুনা সদর উপজেলায় গ্রাম গাজরাভাঙ্গা, পোঃ জেউলিবুনিয়া নামে আমার জানামতে কোন এলাকা নেই। তাই আপনার কাছে আমার প্রার্থনা কে এই ইব্রাহীম? কি তার পরিচয়? তার ছেলে মেয়ে কোথায় লেখাপড়া করে কি উদ্দেশ্যে তিনি এই অহেতুক অভিযোগ করিয়াছেন তাহা অত্র জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে সনাক্ত করে এর মূল রহস্য উৎঘাটন করা একান্ত প্রয়োজন।

জনৈক ইব্রাহীম ১৯-১০-২০১০ইং তারিখে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি বরগুনা) এর বরাবরে একটি অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগে ১৯৭৮এর বি ধারা ২৯ (২) ধারা মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। যার প্রেক্ষিতে স্মারক নং-০৫.১০.০৪০০.১৪৪.০৯.০০৩.১৬-

চলমান পাতা-০২

৯৭৩, তারিখ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ২০ নভেম্বর ২০১৬ইং জেলা প্রশাসক মহোদয় নোটিশ প্রেরণ করেন। উক্ত নোটিশের দাখিলকৃত জবাব ও অত্র সঙ্গে দাখিল করা হলো।

অতএব, জনাবের কাছে প্রার্থনা আমার দাখিলকৃত জবাব ও তৎসঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্র আপনার সদয় বিবেচনান্তে এই অভিযোগকারীকে চিহ্নিত করণ একান্ত প্রয়োজন।

তারিখঃ

নিবেদক

মোঃ শহিদুল ইসলাম

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
জুনিয়ার শিক্ষক
ক্রোক কেরামতিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা
বরগুনা সদর, বরগুনা।
ও
কাউন্সিলর ০৪নং ওয়ার্ড, বরগুনা পৌরসভা।

<u>সংযুক্তঃ</u>

০১। নির্বাচনের বিষয় আইনসংক্রান্ত পরিপত্র-০৬।
০২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ (শাখা-৭) এর পরিপত্র।
০৩। মাদ্‌রাসায় উপস্থিতির বিষয় শিক্ষা বিভাগের অত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের প্রতিবেদনের ফটোকপি।
০৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), বরগুনা এর বরাবরে দাখিলকৃত জবারের ফটোকপি।
০৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৭ইং সালের জানুয়ারি মাসের শিক্ষক হাজিরাবহির ফটোকপি।

<u>সদয় অবগতির জন্য কপি প্রেরণ করা হলোঃ</u>

০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বরগুনা সদর।
০২। জেলা শিক্ষা অফিসার, বরগুনা।
০৩। সভাপতি/সদস্যবৃন্দ, ক্রোক কেরামতিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, বরগুনা সদর, বরগুনা।
০৪। সুপার, ক্রোক কেরামতিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, বরগুনা সদর, বরগুনা।
০৫। পি এ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।